যুগান্তর

21 JUL 2007

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত

- এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৮ এবং পৃথকভাবে জিপিএ-৪ থাকতে হবে
- জীববিজ্ঞানে জিপিএ-৩ বাধ্যতামূলক
- আসন সংখ্যার ৫ গুণ শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দান
- ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কর্তন

যুগান্তর রিপোর্ট

দেশের সব সরকারি-বেসরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিতে আমূল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদফতর। চলতি বছর থেকে ১৫টি সরকারি, ৩২টি বেসরকারি ও ৬টি ডেন্টাল কলেজে পুরনো নিয়মের বদলে নতুন নিয়মে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। নতুন নিয়মানুসারে প্রতিটি কলেজের আসন সংখ্যার মাত্র ৫ গুণ ছাত্রছাত্রী ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। ভর্তি পরীক্ষায় আবেদনের পূর্বশর্ত হিসেবে এসএসসি ও এইচএসসিতে জিপিএ-৮ এবং পৃথকভাবে কমপক্ষে জিপিএ-৪ থাকতে হবে। শুধু তাই নয়, জীববিজ্ঞান বিষয়ে ৩ থাকাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উপজাতীয় ও পার্বত্য জেলার ভর্তিচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা গত বছর পর্যন্ত জিপিএ-৬ থাকলেও পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ পেতেন। এবার জিপিএ-৬ থেকে বাড়িয়ে ৭ করা হয়েছে। তাদের ক্ষেত্রেও এসএসসি ও এইচএসসিতে আলাদা জিপিএ-৩ থাকতে হবে। এই প্রথমবারের মতো ভর্তি ভর্তি : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ৩

ভর্তি : মেডিকেল

(১ম পৃষ্ঠার পর) পরীক্ষায় প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য নম্বর কাটা হবে। তবে আগের মতোই সরকারি সব মেডিকেল কলেজ কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। ১৮ জুলাই স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের সভাপতিত্বে সব কলেজের ডিন ও অধ্যক্ষের সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ সিদ্ধান্ত অনুমোদনের জন্য স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলে তা নীতিমালায় সন্নিবেশিত হবে।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শিফায়েতউল্লাহ পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের কথা স্বীকার করে বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি ও বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সুপারিশের ভিত্তিতে সর্বসম্মতিক্রমে এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। তিনি আশা করেন, এর ফলে ভর্তি পরীক্ষায় অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা আসবে।

দেশে সরকারি ১৫টি, বেসরকারি ৩২টি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। এছাড়া সারাদেশে ৮টি ডেন্টাল কলেজ রয়েছে। সরকারি মেডিকেল কলেজে আসন সংখ্যা ২ হাজার ১২০, বেসরকারি মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ২৯৫ ও ডেন্টাল কলেজে ৪৪০টি। গত বছর সরকারি ১৫টি মেডিকেল কলেজে ১৯ হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল। বেসরকারি মেডিকেল কলেজে কয়েকগুণ বেশি ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করেছিল।

গত কয়েক বছর ধরে সরকারি মেডিকেল কলেজ ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ চলে আসছিল। প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে গজিয়ে ওঠা মেডিকেল ভর্তি কোচিং সেন্টার জড়িত থাকার কথা শোনা যায়। বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে ছাত্র ভর্তির শতভাগ নিশ্চয়তা দেয়ার কারণেই সন্দেহটা আরও বেড়ে যায়। বিভিন্ন বছরের ভর্তি পরীক্ষার আগের রাতে প্রশ্নপত্র বিক্রির অভিযোগ মিলেছে। বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকরাও এ ব্যাপারে বিভিন্ন সময় প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের কাছে অভিযোগ করে আসছে। বিশেষ করে গত বছর ২০০৬-২০০৭ শিক্ষাবর্ষে প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগটি বিশেষভাবে আলোচিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে অনশন ও ধর্মঘটও করে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগটি খতিয়ে দেখতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মনিরুল ইসলামকে প্রধান করে ১টি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে কমপক্ষে ৫টি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। মন্ত্রণালয়সহ ৬টি তদন্ত কমিটি ভর্তি পরীক্ষায় স্বচ্ছতা আনতে বিভিন্ন সুপারিশ প্রণয়ন করে। তারই ভিত্তিতে গত বুধবার স্বাস্থ্য অধিদফতরে মেডিকেল কলেজের ডিন ও অধ্যক্ষদের নিয়ে সভা বসে।

মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় সংস্কার প্রসঙ্গে প্রফেসর খন্দকার মোঃ শিফায়েতউল্লাহ জানান, বুয়েটের আদলে মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। মেডিকেল কলেজের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে বায়োলজি বিষয়ের মিল থাকায় সে বিষয়ে এসএসসি ও এইচএসসিতে ভালো নম্বর থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য কত নম্বর কর্তন করা হবে এর উত্তরে তিনি জানান, প্রতিটি ভুল উত্তরের জন্য ০ দশমিক ২৫ হারে নম্বর কাটা হবে। অনুমানভিত্তিক উত্তর দেয়ার প্রবণতা বন্ধ করতেই এ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।